১.৬.৫. ভাটিয়ালি

পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতগুলির মধ্যে ভাটিয়ালি অন্যতম। 'ভাটিয়ালি' শব্দের উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিত মহলে কতকগুলি মত প্রচলিত আছে। 'ভাটি' (নিম্নভূমি) শব্দের সঙ্গে 'আলি' বা 'আইল' যুক্ত হয়ে 'ভাটিয়ালি' উদ্ভব হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 'ভাটি' বলতে তাঁরা শুধুমাত্র ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ঢাকা, অঞ্চলকেই বোঝান নি, নিম্নবঙ্গ অর্থাৎ খুলনা, বরিশালের দক্ষিণ অংশকেও বুঝিয়েছেন।

ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'ভাটিয়ালি'র ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে অভিমতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'ভাটি' বলতে নদীর স্রোত, সমুদ্রের দিকে যাওয়াকে বোঝায়। ভাটির সঙ্গে বিশেষণ বাচক তদ্ধিত প্রত্যয় 'আল' বা 'আলি' যোগ করে 'ভাটিয়াল' বা 'ভাটিয়ালি' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। ভাটির টানে নৌকা ছেড়ে দিলে, বিনা আয়াসেই নৌকা চলতে থাকে। এই অলস মন্থরগতিই ভাটিয়ালি রচনার উৎস।

লৌকিক প্রেমমূলক ভাবই ভাটিয়ালি গানের মুখ্য বিষয়। প্রেমের মধুরতম অংশ বিরহ ভাটিয়ালিতে বিরহ-বিচ্ছেদের বেদনা সাংগীতিক মাধুর্য লাভ করেছে। লৌকিক প্রেম, ব্যর্থতার বেদনায় হাহাকার করে উঠেছে একটি গানে—

'বন্ধু, কই রইলায় রে।
অকূলে ভাসাইয়া বন্ধু/কই রইলায় রে।
লহর দরিয়ার বুকে মইলাম সাঁতারিয়া,
কি দুখ বুঝিবে বন্ধু কিনারায় দাঁড়াইয়া।।'

বাউল, মুর্শিদা, মারফতি, দেহতত্ত্ব যেমন তত্ত্বমূলক সঙ্গীত, ভাটিয়ালি তা নয়। জীবন ও ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব ব্যতীত এর মধ্যে সুগভীর ভাবমূলক লৌকিক অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের ফলে ভাটিয়ালি গানে রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রেম স্বর্গীয়তা লাভ করেছে।*

মূল উৎস কেন্দ্র থেকে আড়াআড়ি ও খাড়াখাড়ি (Horizontal and Vertical) সরে আসা লোকসঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভাটিয়ালি গানেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ফলে ক্রমে আধ্যাত্মিক বিষয়, ভাটিয়ালি গানে প্রবেশ করেছে। যেমন—একটি গানে বলা হয়েছে—

'জীবনের নাইরে আশা, কর শ্রীগুরুর চরণ ভরসা।
দেহের গুমান কর মিছে, নিঃশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে?

দেহতত্ত্ব বা দর্শন ভাটিয়ালি গানে মুখ্য স্থান অধিকার করে থাকলেও অন্যান্য বিষয়ও ভাটিয়ালি গানে স্থান পেয়েছে।

১.৬.৬. মেছেনি

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতগুলির মধ্যে মেছেনি অন্যতম। 'মেছেনি' ব্রতকে কেন্দ্র করে যে গান গীত হয়, তাকেই মেছেনি গান বলে। জলপাইগুড়ি জেলার সবচেয়ে বড় নদী হলো তিস্তা। চাষের জন্য জলের প্রয়োজন। জল কামনার্থে মেচ্-মেয়েরা তিস্তা নদীকে পুজো করে। তিস্তা নদীর উপর প্রাণ আরোপ করায়, তিস্তা নদীকে কেন্দ্র করে নানা Myth গড়ে উঠেছে। সমস্ত

বৈশাখ মাস ধরে কুমারী-সধবা-বিধবারা দল বেঁধে এই ব্রত পালন করে। মেছেনি ব্রতের অপর নাম 'ভেদৈখেলী' বা 'ভেদই খেলী'। মেচ্ ভাষায় 'দেই' শব্দের অর্থ জল। নদী নামের পূর্বে 'দেই' শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং নদী উপাসনার রীতি মেচ্দের মধ্যে বেশ প্রাচীন। 'ভেদৈ খেলী'র অপর নাম যে মেছেনি, তা মেচ্দের নামের উত্তরে 'দৈ'শব্দ থেকে বোঝা যায়। মেছেনি ব্রতকে খেলা রূপে বিশ্লেষিত করার মধ্যে এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। নাচ, গান, আমোদ-উল্লাস—এই ব্রতে প্রধান হয়ে ওঠায়, 'মেছেনি ব্রত'কে 'ভেদৈ খেলী' নামে অভিহিত করা হয়।

বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহেই অথবা যে কোনো দিনে, একটা বাঁশের চুব্ড়ির ভিতর একদলা এঁটেল মাটি (দেবী তিস্তার প্রতীক) রাখা হয়। দেলার উপর কিছু আতপ চাল, কাঁচা দুধ, সিঁদুর প্রভৃতি দেওয়া হয়। তার উপর একটুক্রো সাদা কাপড় দিয়ে সেই চুব্ড়ি ঢেকে দেওয়া হয়। বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত একটি ছাতা মাথায় দিয়ে মারোয়ানি (দলনেত্রী) ডান কাঁখে ডালা নিয়ে গারাম তলার (গ্রাম তলায়) উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথে চলাকালীন অন্যব্রতিনীরা কোচড়ে দই ও ফুল মেখে পিছন থেকে মারোয়ানির ছাতার উপর ছিটাতে থাকে। এভাবেই তারা বৃষ্টি কামনা করে। এর মধ্যে অনুকরণাত্মক যাদু বিশ্বাসের দিকটি প্রকটিত হয়। মেছেনি ব্রতে আলপনার ব্যবহার না দেখা গেলেও গান, কথা ও ছড়ার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মেছেনিরা পাঁচ বোন হলেন—মেছেনি, গুছি লক্ষ্মী, ডাকলক্ষ্মী, অঘন লক্ষ্মী এবং পৌষলক্ষ্মী। এগুলি আসলে ফসল উৎপাদনের পাঁচটি পর্যায়।

মেছেনি গানের পর্যায়গুলি হলো—ক. নামানি, খ. পাথারিয়া বা পাথানি, গ. বাড়িঢুকা, ঘ. বসানি ও চুমানি, ঙ. নাচানি, চ. উঠানি এবং ছ. ভুরাভাসানি।

ক. নামানি

গারামতলায় ডালা নামানো হয়। গারাম দেবতার সঙ্গে অন্যান্য দেবতার বন্দনা করা হয়। তারপর তিস্তাদেবীকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এই পর্যায়ের গানকে তাই 'নামানি' বলে। একটি গানে বলা হয়েছে—

'তিস্তাবুড়ির নামান গে হচে
বড়য় হাউসালি;
আলন্দে বরিয়া নেহ গে
ইহুমার পাঞ্চবহিনি...'

এইভাবে সমগ্র গানে তিস্তার চার বোনকে বরণ করে নেওয়া হয়েছে।

খ. পাথারিয়া

ব্রত উদ্বোধন করার পর, বেশ কিছুদিন ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেছেনির ডালা নিয়ে নাচ-গান চলে। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যাওয়ার পথে গান করা হয়। রাস্তা হাঁটার সময় এই গান গীত হয় বলে এই গানকে 'রাস্তাহাঁটা' বা 'পাথারিয়া' বা 'পথবেড়ানি' গান বলা হয়। একটি গানে বাড়ির বাইরে দুই যুবককে ঘোরা-ফেরা করতে দেখে একদল যুবতী গানে রঙ্গ-তামাশা শুরু করেছে—